বিজ এর ত্রৈ-মাসিক মুখপত্র

মাঠচিত্র

সেপ্টেম্বর ২০২০

সম্পাদকঃ
সাইফুল ইসলাম রবিন
নির্বাহী সম্পাদকঃ
কাবেরী সুলতানা
সহকারী সম্পাদকঃ
রাকিব হাসান
শিল্প নির্দেশনা ও গ্রাফিক্সঃ
ইব্রাহিম খান মণি

সম্পাদকীয়

জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই বিশ্ব গড়তে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন ভাবনা আবশ্যক। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে বিজ এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র মাঠচিত্র সাজানো হয়। এ সংখ্যায় বিজ এর কভিড ১৯ বা করোনাকালীন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিজ এর বেশ কিছু উদ্যোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। চার দশকের অভিযাত্রায় বিজ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য উন্নয়নে বদ্ধপরিকর, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ এই সহায়তা নিয়ে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ এর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সেসব নিবন্ধ মাঠচিত্রের এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

(প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মতামতের জন্য সম্পাদকবৃন্দ দায়ী নন।)

সাইফুল ইসলাম রবিন
নির্বাহী পরিচালক

ভিতরে যা যা থাকছে

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উদযাপন
- এক নজরে বিজ এর কভিড ১৯ বা করোনাকালীন বিষয়ক কার্যক্রম
- বিজ সেবা স্বাস্থ্য কার্যক্রম এর প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ
- ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়’ বিষয়ক লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ
- কৈশোর কর্মসূচির আওতায় দর্জি প্রশিক্ষণ
- বৃক্ষরোপন কার্যক্রম
- রুমা খাতুন, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বদ্ধপরিকর এক মা

প্রকাশিত নিবন্ধসমূহের মতামতের জন্য সম্পাদকবৃন্দ দায়ী নন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উদযাপন

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রধান কার্যালয়ে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

বিজ প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' পালনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব ইকবাল আহাম্মেদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এর সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তিনি দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, উপ নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ) প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে জাতির জনক সহ ১৫ই আগস্ট এ নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরিশেষে মহান আল্লাহপাকের দরবারে মাগফেরাত কামনা ও মোনাজাত করা হয়। ■

শোক বার্তা

বিজ এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব **গোলাম সারওয়ার** গত ০২-১০-২০২০ তারিখে বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। এছাড়া বিজ এর সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব নিরঞ্জন রায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে চিকিৎসারত অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব **গোলাম সারওয়ার** এবং মাননীয় সদস্য জনাব **নিরঞ্জন রায়**-এর অকাল মৃত্যুতে বিজ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত এবং ব্যথিত। বিজ পরিবার তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময় এর কাছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। ■

এক নজরে বিজ এর করোনা বিষয়ক কার্যক্রমঃ

- সংস্থার কর্মীদের ই-মেইলের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য-বুলেটিন প্রেরন।
- সংস্থার সকল পর্যায়ের ১৮০৫ জন কর্মীদের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-সামগ্রী প্রদান।
- মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মীদের উদ্দেশ্যে করোনা বিষয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ সম্বলিত চিঠি প্রদান।
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমন প্রতিরোধ বিষয়ক নির্দেশিকা সংস্থার ৩২০ জন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের মধ্যে বিতরণ।
- বস্তিবাসী ১৭০টি গরিব ও অসহায় পরিবারের মধ্যে উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আলু) বিতরণ।
- সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মীদের ১ দিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে প্রদান।
- ঢাকার বাইরে ৩টি জেলার (গাইবান্ধা, বি.বাড়িয়া ও চুয়াডাঙ্গা) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ।
- সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় ২ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ১৭ জন প্যারামেডিক ও ১৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক দ্বারা কর্ম এলাকায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ রোগী ও গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান। এছাড়া উপকারভোগীদের করোনা বিষয়ক পরামর্শ ও সন্দেহজনক রোগীদের সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী করোনা সেবা কেন্দ্রে রেফার করা।
- রাজধানীতে ৩৪০ জন ভাসমান ও হতদরিদ্র মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।
- করোনাকালীন সতর্কতা ও ঝুঁকি এড়াতে অফিস কার্যক্রম শুরুর আগে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোভিড-১৯ টেস্ট করা । ■

বিজ সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী এর প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। যার ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে প্রায় ১৫৭.৯ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সমস্ত মৌলিক চাহিদা সরবরাহ বেশ চ্যালেঞ্জিং। জনগণের স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণও যথেষ্ট সীমিত। এই সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে, দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যার জন্যে বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে এবং স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করছে। বিজ এর এই সকল স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচীর মধ্যে ‘সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী’ হলো একটি অনন্য উদ্যোগ যা ২০০২ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়েছে।

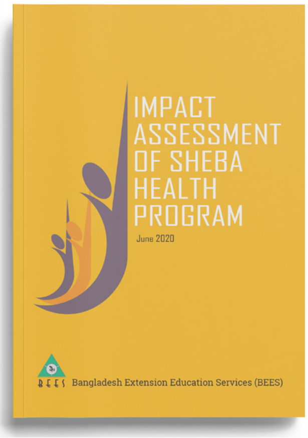

সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী বিজ এর একটি নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচী, যা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এর উদ্বৃত্ত দিয়ে পরিচালিত হয়। বর্তমানে সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের জন্যে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করছে নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বগুড়া এবং গাইবান্ধা জেলায়। মোট ২০,৭৪১ টি পরিবারের প্রায় ৮৪,২০৮ জন সুবিধাভোগী বিজ এর এই উন্নয়ন তথা সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী এর লক্ষ্য হল লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। বাস্তবায়নের পর থেকে গত দশক ধরে পরিচালিত হয়ে আসা বিজ এর সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচী এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্যে গত নভেম্বর ২০১৮-জানুয়ারী ২০২০ এ একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল: (ক) উপকারভোগীদের মাঝে কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবাসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করা, (খ) কার্যকারিতা পরিমাপ করা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের কৌশলগত উন্নয়নের জন্যে উদ্যোগ গ্রহন করা (গ) কর্মসূচী বাস্তবায়নকালীন শিক্ষনীয় বিষয়গুলো নথিভুক্ত করা।

বিজ এর গবেষণা এবং ডকুমেন্টেশন সেল উক্ত গবেষণাটি পরিচালনা শেষে প্রতিবেদন তৈরী করে যা সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়। বিজ থেকে প্রকাশিত তথ্যসমৃদ্ধ এই গবেষণা প্রতিবেদনটি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা সহ অন্যান্য সেবাসমূহের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। ■

‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়’ বিষয়ক লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ

বিগত ২২, ২৩ ও ২৪ মার্চ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর আয়োজনে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ এর অংশ হিসেবে ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়’ বিষয়ক আলোচনা এবং লিফলেট, পোষ্টার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সংশ্লিষ্ট কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বিতরন করা হয়।

উল্লেখ্য, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে সংগৃহীত এইসব সচেতনতামূলক পোষ্টার ও লিফলেটগুলোর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যগণ এবং তাদের পরিবার তথা এলাকাবাসী, সবাই উপকৃত হবেন বলে মনে করেন কর্মসূচী সংশ্লিষ্টরা।

চিত্র-প্রতিবেদনঃ

১। কৈশোর কর্মসূচির আওতায় গত ০২-০৩-২০২০ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায়, উত্তর ভেন্নাবাড়ী কিশোরী ক্লাব এর সদস্যদের ব্লাড গ্রুপ সনাক্তকরন করানো হয়।

২। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় গত ১২-০৩-২০২০ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায়, ওহাব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পরিচ্ছন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ন কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ, ও মাঠ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় ১৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী অংশ গ্রহন করেন। ■

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় দর্জি প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর আয়োজনে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় গত ০৭-০৯-২০২০ তারিখ হতে ২৭-০৯-২০২০ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম আড়পাড়া কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে দর্জি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। ক্লাবের ২৭ জন সদস্য দর্জি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে, একই ক্লাবের ২ জন সদস্য প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ২ জন সদস্য ২৭ জন অংশগ্রহণকারীদেরকে হাতে কলমে কাজ শেখান। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা এখন একাই কাপড় কাটতে ও হাতে সেলাই করতে পারেন।

কোভিড ১৯ ভাইরাসের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা নিজ বাড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছে। তাছাড়া বন্যা ও অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক স্থানে পথঘাট ও বাড়ির চারপাশে পানিবন্দী অবস্থা থাকায় কিশোর কিশোরীদের মানষিক বিকাশেও প্রভাব ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে বন্যা ও বৃষ্টিপাত এবং করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি বিবেচনায় রেখে কিশোরী ক্লাবের এই দর্জি প্রশিক্ষণে সবার অংশগ্রহণ অনেক ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করেন তাদের অভিভাবকগণ। তা'ছাড়া অবসর সময়ে নিজেদের ও পরিবারের জামাকাপড় সেলাই এর কাজ এর পাশাপাশি প্রতিবেশীদের থেকে কাজ নিয়ে নিজেদের তথা পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে এই সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশোরীরা।

অংশগ্রহণকারীরা যে কাজগুলি শিখেছে তা হলোঃ

(ক) কামিজ তৈরি করা

(খ) ছালোয়ার তৈরি করা

(গ) পেটিকোট তৈরি করা

(ঘ) ব্লাউজ তৈরি করা

(ঙ) লং জামা তৈরি করা

(চ) গোল জামা তৈরি করা

(ছ) প্লাজু তৈরি করা

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর আয়োজনে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় এবং গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় গত ১২, ১৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে যথাক্রমে বর্ণি মধ্যপাড়া কিশোরী ক্লাব, ঘোষের চর উত্তর পাড়া কিশোরী ক্লাব এবং বর্ণি দক্ষিন পাড়া কিশোর ক্লাবের সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরন করা হয়। চারাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পেয়ারা এবং বিভিন্ন ঔষধী গাছের চারা, যা কিশোর কিশোরী তথা তাদের পরিবারের ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলের চাহিদা নিরসনে এবং প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উৎস নিশ্চিতে নির্বাচন করা হয়। চারা বিতরনের পূর্বে চারা লাগানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে ক্লাবের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মোঃ মামুনুর রশিদ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, কৈশোর কর্মসূচী, বিজ। ■

স্থান পরিবর্তন

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর প্রধান কার্যালয় বাসা নং ১২/এ, রোড ৩০, গুলশান ১ থেকে বাসা নং ৮/বি, রোড ২৯, গুলশান ১ এ স্থানান্তর করা হয়েছে। অফিস স্থানান্তরের কারণে বিজ এর ডাটাবেজ সার্ভার সংক্রান্ত সেবা এবং দাপ্তরিক কার্যক্রমে সাময়িক বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য 'বিজ' এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং সকল কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছে। বিজ এর সংশ্লিষ্ট সকলকে অফিসের নতুন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল। ■

রুমা খাতুন, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বদ্ধপরিকর এক মা

মোছাঃ রুমা খাতুন বিজ এর একজন সুবিধাভোগী। ৩০ বছর বয়সী রুমা খাতুন একজন গৃহিণী। ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার অন্তর্গত পবহাটী গ্রামে স্বামী, দুই ছেলে, ও শাশুড়ীকে নিয়ে তার সংসার। ৬ ভাই ৪ বোন এর বড় পরিবার থেকে ২০০৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ২৪ বছর বয়সী মোঃ রাকিবুল ইসলামের সাথে পারিবারিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরে ঐ বছরেই তার প্রথম সন্তান আমিনুল ইসলাম সানীর জন্ম হয়। কিন্তু ছেলেটি জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। প্রতিমাসে তার চিকিৎসার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েও কোন ফল হয়নি। ২০১৩ সালে রুমা রাকিবুল দম্পতির আরও একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। বড় ছেলে আমিনুল ইসলাম সানী ও ছোট ছেলে তাসবী আহাম্মেদ সিয়াম বর্তমানে স্থানীয় সরকারী প্রাইমারি স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছে।

শাশুড়ি ও সন্তানের চিকিৎসা ব্যয়, সংসার খরচ, সব মিলিয়ে শুধুমাত্র কৃষিকাজ বা চাষাবাদের উপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। এই সময়ে ৫টি ছাগল, কিছু হাঁস মুরগী, দু'টি গাভি পালন শুরু করেন রুমা খাতুন। এছাড়া ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে হাঁস মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সেমিনারে অংশ নিয়ে পোল্ট্রি ব্যবসায় আগ্রহ সৃষ্টি হয় রুমা খাতুনের স্বামী রাকিবুলের।

এর মাঝে ২০১৭ সালে বিজ ঝিনাইদহ শাখার কার্যক্রম শুরু করে। তৎকালীন ম্যানেজারের সাথে চা এর দোকানে সাক্ষাৎ হলে বিজ এর ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন রাকিবুল। তারপর স্বামী স্ত্রী দু'জন মিলে পরামর্শ করে রুমা খাতুন ২৯-০৩-২০১৭ এ বিজ এর সমিতির একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। প্রথম দফায় ৪৮,০০০ টাকা ঋণ নেন যা তামাক চাষে বিনিয়োগ করেন। পরবর্তিতে আরও ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দুই দফায় ঋণ নিয়ে ৪টি মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১০ টি ছাগলের একটি ছোট খামারও আছে তার।

বিজ থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছেন রুমা খাতুন। এলাকার তিন জন গরীব মহিলাকে খামারে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন প্রতিদিন ৩০০ টাকা চুক্তিতে। এছাড়া এলাকায় পাড়াপ্রতিবেশিদের মাঝেও তাদের মতামত, অংশগ্রহণ এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তাদের অনুসরণ করে অনেকেই এখন বিজ থেকে ঋণ নিয়ে গরু পালন, মুরগীর খামার ইত্যাদি ব্যবসায় অংশগ্রহন করছেন।

ব্যবসায় বৃদ্ধি করার জন্যে এবং মুরগীর পাশাপাশি গরুর খামার স্থাপনের জন্যে আরও বড় অংকের ঋণ প্রয়োজন তার। সেজন্যে ঋণ নিতে ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন বিজ এর ঝিনাইদহ শাখায়। দুই ছেলের জন্যে বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স ছাড়াও প্রতিবন্ধী বড় ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অনেক কিছু করে যেতে চান রুমা খাতুন ও রাকিবুল ইসলাম।

মাঠচিত্রের পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ) এর সকল কর্মীর কাছ থেকে তথ্যসমৃদ্ধ সাম্প্রতিক খবরাদি, প্রাসঙ্গিক ছবি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ঋণের সহায়তা, সাফল্যগাঁথা এবং উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আপনাদের লেখার মধ্য দিয়েই বিজ এর সফল কর্মকান্ড আমরা পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবো। এছাড়াও সকল বিভাগীয় প্রধানদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংবাদ ছবিসহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নির্বাহী সম্পাদক, মাঠচিত্র।

ইমেইল: documentation.bees@gmail.com
ফোন: +৮৮০২ ২২২২৮৯৭৩২, +৮৮০২ ২২২২৮৯৭৩৩

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
বাড়ি # ৮/বি, রোড # ২৯, গুলশান -১, ঢাকা -১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ +৮৮০২ ২২২২৯৮০৪৭,+৮৮০২ ২২২২৮৯৭৩২, +৮৮০২ ২২২২৮৯৭৩৩
E-mail: beesbd@gmail.com, www.beesbd.org
BEES